رِيَاضُ الصَّالِـحِيْنَ

مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে

রিয়াদুস সালেহীন

[সৎকর্মশীলদের বাগান]

হাদীস • অনুবাদ • তাহক্বীক্ব • তাখরীজ

সংকলক

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী রাহিমাহুল্লাহ

তাহক্বীক্ব

শায়েখ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

মাসঊদুর রহমান নূর

অনুবাদ-সম্পাদনা

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

সবুজপত্র

অনুবাদ-সম্পাদক ও অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার চরসীতা গ্রামের পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হাফেয তরীকুল্লাহ, মাতার নাম শাহজাদী বেগম। একাডেমিক ক্লাসের পাশাপাশি কুরআনুল কারীমের হিফয সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ মাসরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে- দ্বিতীয়, প্রথম, প্রথম ও চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে সৌদি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা মোনাওয়ারায় ভর্তি হন এবং 'তাফসীর ও উলুমুল কুরআন' বিভাগ থেকে লিসান্স (অনার্স) ও মাস্টার্স-এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে দেশে ফিরে নরসিংদী'র জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যবধি একই মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সৌদি আরবের রিলিজিয়াস এটাচের অধীনে বাংলাদেশে 'দাঈ' হিসেবে নিযুক্ত আছেন এবং বিভিন্ন অনলাইন চ্যানেলে ইসলামী অনুষ্ঠানমালায় আলোচক ও বিচারক হিসেবে অংশ নিয়ে থাকেন। তাঁর রচিত-অনুদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- 'কুরআন দিয়ে নিজের চিকিৎসা করুন' (অনুবাদ), 'হে আহলে সুন্নাহর অনুসারীগণ! সতর্কতা গ্রহণ করুন' (অনুবাদ), 'সহজ তাওহীদ' (অনুবাদ), 'হাফেযে কুরআনের গুণাবলি', 'সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা', 'ইবাদাতের নামে প্রচলিত কতিপয় বিদ'আত', 'শির্কের ভয়াবহতা, বিদআত ও উহার মন্দ প্রভাবসমূহ', 'একশত দশটি ফযীলত-সহ সূরা কাহফের তাফসীর' (অনুবাদ, প্রকাশিতব্য)। তার সহধর্মিনীর নাম রোকেয়া বেগম। তিনি তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তানের জনক।

মাসঊদুর রহমান নূর

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার চরসীতা গ্রামে নিজ বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী, মাতার নাম রোকেয়া বেগম। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা (নরসিংদী) থেকে ২০০৩ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দাখিল পরীক্ষার আগে-পরে কুরআন কারীমের হিফ্য সম্পন্ন করেন। ২০০৬ সালে সৌদি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়া অনুষদে অনার্স (লিসান্স) কোর্সে ভর্তি হন এবং ২০১০ সালে এমফিল গবেষণায় নিযুক্ত হন। একই সাথে নিজ বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করেন। তার গবেষণার বিষয় 'তাহক্বীক্বঃ হাক্বায়েকুল মানজুমাহ্ আন-নাসাফিয়্যাহ্'। আরবী থেকে বাংলায় তার অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'আদর্শ মুসলিম', 'আদর্শ মুসলিম নারী', 'মহিলা মাসাইল' ও 'সহজ তাওহীদ'। 'রিয়াদুস সালেহীন'র অত্র অনুবাদের পর তিনি ইতোমধ্যে কুরআন কারীমের সরল-সাবলীল অনুবাদও সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ইলমে দীনের উপর রচিত গুরুত্বপূর্ণ আরো বেশকিছু গ্রন্থের অনুবাদকর্মে তিনি নিয়োজিত আছেন।

***

অনুবাদ-সম্পাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْن، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْن، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস হচ্ছে দু'টি। আল্লাহ তাআলার কিতাব আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। উভয়টিই ওহীর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ উভয়ের হিফাযতের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। সুন্নাহ'র গুরুত্ব-মহত্ত্ব, মর্যাদা, তাৎপর্য, আবশ্যকতা অপরিসীম। সুন্নাহকে বাদ দিয়ে শরী'আতের পূর্ণতা কল্পনা করা যায় না। সুন্নাহর ওপর নির্ভর করা ব্যতিত কুরআন কারীমের ওপর আমল করাও সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝﴾

"এবং তিনি কোনো মনগড়া কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা ওহী; যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" [সূরা ৫৩; আন নাজম: ৩-৪]

﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।" [সূরা ৫৯; আল হাশর ৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«تَرَكْتُ فِيْكُمْ إِثْنَتَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ»

"আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি জিনিস ছেড়ে গেলাম, যা তোমরা আঁকড়ে থাকলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা মালেক: ১৬১৯)

আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'সালাত' আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন, কিন্তু প্রত্যহ কতো ওয়াক্ত, কতো রাকাআত, কোন্ কোন্ সময়ে তা পড়তে হবে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে কি করতে হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা আল কুরআনে নেই। প্রিয়নবীর হাদীস থেকেই আমরা তা পাই। তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছো, হুবহু সেভাবেই সালাত আদায় করো।" (সহীহ বুখারী: ৬৩১)

'যাকাত' আদায়ের নির্দেশ এবং এর খাতসমূহের বর্ণনা আল কুরআনে রয়েছে, কিন্তু কতো পরিমাণ সম্পদ হলে কতোটুকু যাকাত দিতে হবে, কোন্ কোন্ জিনিসে যাকাত আসবে ইত্যাদির বিবরণ 'সুন্নাহ' থেকেই নিতে হয়।

'সিয়াম'-এর নির্দেশ এবং এর কিছু কিছু বিধান আল কুরআনে থাকলেও সিয়ামের করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়সমূহ হাদীসের মাধ্যমেই কেবল জানা যায়।

'হজ্জ-ওমরা' পালনের নির্দেশ, তাওয়াফ-সাঈ'র বিধান-সহ আরো কিছু বিষয় কুরআনে কারীমে রয়েছে বটে, কিন্তু এসব করণীয় আদায়ের পদ্ধতি, সময়, প্রাসঙ্গিক আরো অনেক কিছুই হাদীস থেকেই গ্রহণ করতে হয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের হজ্জ পালনের নিয়মাবলি আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো।" (সহীহ মুসলিম: ১২৯৭)

আল কুরআনে এ জাতীয় অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যেগুলোর ওপর আমল করতে হলে প্রিয় নবীর হাদীসের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম হাদীসকে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় মূল উৎস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

'আল কুরআনী' নামে একদল ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী রয়েছে, যারা বলে, ''আল কুরআনে যা রয়েছে তা-ই যথেষ্ট, অন্য কিছুর স্মরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।" প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন, ''এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা বলবে, তোমরা কেবল এই কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। এতে যা হালাল পাও, সেটাকে হালাল সাব্যস্ত করো। আর এতে যা হারাম পাও, তাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করো।" রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "জেনে রেখো! আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং সাথে এর সমপরিমাণ ইলম (অন্য বর্ণনায় এর দ্বিগুণ) তথা হাদীসও দেওয়া হয়েছে।" অতএব, যারা হাদীসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দলীল হিসেবে গ্রহণ করে না, তারা সত্যপন্থী নয়।

দীনের ক্ষেত্রে হাদীসের এত বেশি গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার কারণেই যুগে যুগে সালাফে-সালেহীন আলেমগণ কুরআনের পাশাপাশি ইলমে হাদীসের সংকলন-সংরক্ষণ, বিশুদ্ধ হাদীসগুলোকে দুর্বল এবং জাল হাদীস থেকে বাছাইকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বরকতময় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে মূল্যবান সব হাদীস গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে নাসায়ী, জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে বায়হাকী, দারু কুতনী, মু'জামুল কাবীর ওয়াল আওসাত ওয়াস সগীর লিত তাবারানী ইত্যাদি।

হাদীস সংকলনের এই ধারাবাহিকতায় ইমাম আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারাফ আন-নববী সংকলন করেছেন তাঁর অনবদ্য, বিশ্বখ্যাত, সর্বজন সমাদৃত, সুবিন্যস্ত এবং একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনের সকল প্রয়োজনকে আওতাভুক্তকারী, কালজয়ী একখানি গ্রন্থ। তিনি এর নাম দিয়েছেন, 'রিয়াদুস সালেহীন' বা সৎকর্মশীলদের বাগান।

এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্যাবলী অনন্য। প্রতিটি বিষয়ের পরিচ্ছেদগুলো প্রথমে কুরআনের আয়াত এবং পরে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তিনি সাজিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের সংগ্রহে 'রিয়াদুস সালেহীন' কিতাবটি থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহক্বীক্ব-তাখরীজ সম্বলিত এ বইটি স্নেহ-প্রতিম মাসঊদুর রহমান নূর অনুবাদ করেছেন। মাশাআল্লাহ! অত্যন্ত দক্ষতা ও সতর্কতার সাথে সাবলীল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনায় তিনি তা করতে পেরেছেন বলে আমরা মনে করি।

'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স' এ মূল্যবান কিতাবখানা সত্যান্বেষী মুসলিম ভাইবোনদের হাতে তুলে দেওয়ার যে মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। মহান আল্লাহ সবুজপত্র পাবলিকেশন্স পরিবারের সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমাদের সকলের জন্য এই আমলটুকু আখিরাতে নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

আল কুরআনে এ জাতীয় অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যেগুলোর ওপর আমল করতে হলে প্রিয় নবীর হাদীসের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম হাদীসকে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় মূল উৎস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

'আল কুরআনী' নামে একদল ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী রয়েছে, যারা বলে, ''আল কুরআনে যা রয়েছে তা-ই যথেষ্ট, অন্য কিছুর স্মরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।" প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন, ''এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা বলবে, তোমরা কেবল এই কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। এতে যা হালাল পাও, সেটাকে হালাল সাব্যস্ত করো। আর এতে যা হারাম পাও, তাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করো।" রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "জেনে রেখো! আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং সাথে এর সমপরিমাণ ইলম (অন্য বর্ণনায় এর দ্বিগুণ) তথা হাদীসও দেওয়া হয়েছে।" অতএব, যারা হাদীসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দলীল হিসেবে গ্রহণ করে না, তারা সত্যপন্থী নয়।

দীনের ক্ষেত্রে হাদীসের এত বেশি গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার কারণেই যুগে যুগে সালাফে-সালেহীন আলেমগণ কুরআনের পাশাপাশি ইলমে হাদীসের সংকলন-সংরক্ষণ, বিশুদ্ধ হাদীসগুলোকে দুর্বল এবং জাল হাদীস থেকে বাছাইকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বরকতময় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে মূল্যবান সব হাদীস গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে নাসায়ী, জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে বায়হাকী, দারু কুতনী, মু'জামুল কাবীর ওয়াল আওসাত ওয়াস সগীর লিত তাবারানী ইত্যাদি।

হাদীস সংকলনের এই ধারাবাহিকতায় ইমাম আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারাফ আন-নববী সংকলন করেছেন তাঁর অনবদ্য, বিশ্বখ্যাত, সর্বজন সমাদৃত, সুবিন্যস্ত এবং একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনের সকল প্রয়োজনকে আওতাভুক্তকারী, কালজয়ী একখানি গ্রন্থ। তিনি এর নাম দিয়েছেন, 'রিয়াদুস সালেহীন' বা সৎকর্মশীলদের বাগান।

এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্যাবলী অনন্য। প্রতিটি বিষয়ের পরিচ্ছেদগুলো প্রথমে কুরআনের আয়াত এবং পরে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তিনি সাজিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের সংগ্রহে 'রিয়াদুস সালেহীন' কিতাবটি থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহক্বীক্ব-তাখরীজ সম্বলিত এ বইটি স্নেহ-প্রতিম মাসঊদুর রহমান নূর অনুবাদ করেছেন। মাশাআল্লাহ! অত্যন্ত দক্ষতা ও সতর্কতার সাথে সাবলীল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনায় তিনি তা করতে পেরেছেন বলে আমরা মনে করি।

'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স' এ মূল্যবান কিতাবখানা সত্যান্বেষী মুসলিম ভাইবোনদের হাতে তুলে দেওয়ার যে মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। মহান আল্লাহ সবুজপত্র পাবলিকেশন্স পরিবারের সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমাদের সকলের জন্য এই আমলটুকু আখিরাতে নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম পেশ করছি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের প্রতি, যিনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন এবং মানুষের নিকট তা যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছেন। সাথে সাথে মাগফিরাত কামনা করছি তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল উম্মতের জন্য।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এই জীবনবিধানের মূল ভিত্তি হচ্ছে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখনিঃসৃত সহীহ হাদীস। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, "আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যেগুলো আঁকড়ে ধরে থাকলে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নত (হাদীস)।"

এই যে কুরআন ও হাদীস; এ দুটোরই মূল ভিত্তি হলো ওহী, যা জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী ব্যতীত নিজের মনগড়া কোনো কথা বলতেন না। নিজের খেয়াল-খুশি মতো কথা বলার অনুমোদন তাঁর জন্য ছিল না। এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, "তিনি (মুহাম্মাদ) যদি কোনো কথা বানিয়ে আমার নামে তা চালাতে চেষ্টা করতেন; তাহলে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম; (কিংবা ডাত হাত দিয়ে আমি তাকে পাকড়াও করতাম)। তারপর অবশ্যই তার হৃদপিণ্ডের শিরা (মহাধমনী) কেটে দিতাম।" (সূরা ৬৯: হাক্কাহ ৪৪-৬৬)। সুতরাং, তাঁর যাবতীয় কথা, কাজ এবং সমর্থন-সম্মতি ছিল ওহীভিত্তিক। পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহর ওহী, তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের পবিত্র মুখ-নিঃসৃত হাদীসসমূহও আল্লাহর ওহী, এতে দ্বিধা-সংশয়ের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই হাদীসই হলো আল কুরআনের বাস্তব রূপ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন দর্পন এবং শরী'আতের দ্বিতীয় মূল ভিত্তি। হাদীস ব্যতীত কুরআন বুঝা এবং বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। কেউ এর বিপরীত দাবি করে থাকলে সে হয় মিথ্যাবাদী, নয় উন্মাদ-নির্বোধ। কুরআনে আল্লাহ বান্দাহদের জন্য এমন অনেক বিধান নির্দেশ করেছেন, যেগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার দায়িত্ব তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ন্যস্ত রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বক্তব্য ও কর্ম-পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা হাদীসসমূহে সংরক্ষিত আছে। ঠিক এ কারণেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা থেকে অদ্যবধি সর্বযুগে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে উম্মতের উলামাগণ কুরআন চর্চার সমান গুরুত্ব দিয়েই হাদীস চর্চা করেছেন। এর সংকলন, সংরক্ষণ ও প্রসারে বিরামহীনভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবেই মুসলিমরা পেয়েছে সহীহ বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক, সুনান আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদির মতো বিশ্ববিখ্যাত, সর্বজনসমাদৃত হাদীসের সংকলনসমূহ। আল্লাহ তাঁদেরকে এবং তাদের মেহনতকে কবুল করুন।

আমাদের আলোচ্য 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থটি হাদীসের তেমনই একটি সংকলন। সংকলক ইমাম মুহিউদ্দিন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া আন্-নববী ছিলেন তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠতম আলেম। সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় তাঁর রচিত 'আল মিনহাজ' গ্রন্থখানা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এতটাই গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি লাভ করেছিল যে, বিশ্বজোড়া মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাঁকে এ জন্য

২. সহীহ মুসলিম

সহীহ বুখারীর পর যে হাদীস সংকলনটি সর্বযুগের মুসলিম ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট সর্বাধিক বিশুদ্ধ হিসেবে পরিগণিত, স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্য, সেটি হলো 'সহীহ মুসলিম'। এটি সংকলন করেছেন ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারদ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। ইলমুল হাদীসের এই মহান মনিষী ২০৬ হিজরীতে খোরাসান প্রদেশের নিশাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৬১ হিজরীতে পঞ্চান্ন বছর বয়সে মারা যান।

ইমাম মুসলিম তাঁর এই গ্রন্থের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোনো নাম নির্ধারণ না করায় এর নামকরণ নিয়ে গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইবনে হাজার আসকালানী, হাজী খলীফা, ফিরোযাবাদী প্রমুখ এটিকে 'আল জামে' নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম মুসলিম স্বয়ং তাঁর কোনো কোনো রচনায় এটিকে 'আল মুসনাদ আস-সহীহ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ হাদীস শাস্ত্রবিদগণই এই গ্রন্থের নাম হিসেবে 'আস্-সহীহ' বা 'সহীহ মুসলিম'-কেই নির্ধারণ করেছেন এবং এ নামেই এটি মুসলিমদের মধ্যে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

'সহীহ মুসলিম' দ্বিতীয় সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে সর্বযুগের মুসলিমদের নিকট স্বীকৃত। ইমাম মুসলিম রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার শোনা তিন লক্ষাধিক হাদীস থেকে এ গ্রন্থের হাদীসগুলোকে সংকলন করেছি। যদি হাদীস শাস্ত্রবিদরা দুইশো বছর ধরে হাদীস লিখতে থাকে, তাহলেও তারা এই গ্রন্থটিকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সর্বোপরি, যে বিষয়টিতে জ্ঞানীগণ একমত সেটি হলো, আল্লাহর কিতাবের পর বুখারী ও মুসলিমের গ্রন্থদ্বয়ের চেয়ে বিশুদ্ধ আর কোনো গ্রন্থ নেই। 'সহীহাইন' বলে যে দুটো গ্রন্থকে উদ্দেশ্য করা হয়, এটি তার একটি। সহীহ বুখারীর হাদীসসমূহের ন্যায় এই গ্রন্থের হাদীসমূহের বিশুদ্ধতার ব্যাপারেও মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ কারণেই, যেসব হাদীস এই গ্রন্থদ্বয়ের দুটোতেই স্থান পেয়েছে, সেগুলোকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সহীহ মুসলিমের সংকলিত হাদীসের সংখ্যা গণনায় মুহাদ্দিসদের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়েছে। ইমাম মুসলিমের সঙ্গী ও ছাত্র আহমদ ইবনে সালামাহ বলেন, 'এতে হাদীসের সংখ্যা প্রায় বারো হাজার।' তাঁর এ কথার ব্যাখ্যায় ইমাম যাহাবী বলেছেন, 'এ সংখ্যাটি হাদীসের পুনরাবৃত্তিসহ।' পুনরাবৃত্তি ছাড়া হাদীসের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। সমসাময়িকদের মধ্যে মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকীর গণনা অনুযায়ী সহীহ মুসলিমের মূল হাদীসের সংখ্যা ৩০৩৩টি।

৩. সুনানুন নাসায়ী

প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থের তৃতীয়টি হচ্ছে, 'সুনান আন্-নাসায়ী'। এর সংকলন করেছেন, ইমাম আহমাদ ইবনে শু'আইব আন-নাসায়ী রাহেমাহুল্লাহ তিনি ২১৫ হিজরীতে খোরাসানের 'নাসা' অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০৩ হিজরীতে আটাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম নাসায়ী তাঁর পূর্ব-সংকলিত গ্রন্থ 'আস্ সুনানুল কুবরা' থেকে সহীহ ও হাসান হাদীসসমূহকে বাছাই করে এ গ্রন্থটিতে সংকলন করেছেন এবং এর নাম রাখেন 'আল মুজতাবা'। অন্যান্য সুনান গ্রন্থসমূহের তুলনায় দুর্বল হাদীসের সংখ্যা এ গ্রন্থে কম বিধায় বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের পরেই এর অবস্থান।

হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ী অপরাপর সুনান সংকলকদের তুলনায় অধিকতর কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করায় তাঁর গ্রন্থে দুর্বল সনদের হাদীস সেভাবে স্থান করে নিতে

ইমাম তিরমিযী তাঁর এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের পরবর্তী মুজতাহিদ ফকীহদের মাযহাবসমূহকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন এবং বিশেষভাবে তাদের স্বপক্ষে হাদীসের দলীলগুলোকে একত্র করেছেন। এ দিক থেকে গ্রন্থটি হাদীসের হলেও ফিক্‌হের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডারও বটে।

সুনানে তিরমিযী'তে হাদীসের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এতে কোনো জাল হাদীস নেই। ইমাম তিরমিযী তাঁর এ গ্রন্থের ব্যাপারে বলেছেন, যার ঘরে এ গ্রন্থটি আছে, তার ঘরে যেনো একজন কথা বলা নবী আছেন।'

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ

প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে ষষ্ঠ কিতাবটি হলো, 'সুনানে ইবনে মাজাহ।' এর সংকলক হলেন, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আল-ক্বাযউইনি। 'মাজাহ' ছিল তার পিতা ইয়াযিদের উপাধি। সেই সূত্রেই তিনি 'ইবনে মাজাহ' নামে প্রসিদ্ধ। ২০৯ হিজরীতে বর্তমান ইরানের 'কাযউইন' নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয় এবং ২৭৩ হিজরীর ২২ মুহাররাম চৌষট্টি বছর বয়সে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ'র হাদীস সংখ্যা প্রায় চার হাজার। পুনরাবৃত্তি বর্জন, হাদীস সংক্ষেপন এবং গ্রন্থের বিন্যাসের সৌন্দর্যের বিচারে এটি অনন্য। ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর এ 'সুনান' সংকলনের অধ্যায় বিন্যাসে একটু ভিন্নতা এনেছেন। অন্যান্য সুনানের মতো 'ত্বাহারাত' তথা পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে গ্রন্থ শুরু করার পরিবর্তে তিনি সুন্নতের অনুসরণ ও বিদ'আত বর্জনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তদসংশ্লিষ্ট অধ্যায় দিয়ে গ্রন্থের সূচনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণের মতে, এর দ্বারা তিনি সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন যে, মুমিনের যাবতীয় কার্যাবলি তখনই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে, যখন সেগুলো সুন্নাহ-সম্মত ও বিদ'আত মুক্ত হবে। এরপর তিনি এনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মর্যাদা ও খোলাফায়ে রাশেদার অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা-সংশ্লিষ্ট অধ্যায়। অতঃপর ভিন্ন পথে চলা কতিপয় ভ্রান্ত দলের আলোচনা এনে অবশিষ্ট কিতাব ফিকহী তারতীব অনুযায়ীই সমাপ্ত করেছেন। সহীহ ও হাসান হাদীসমূহের পাশাপাশি কিছু 'যঈফ হাদীস'ও সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে। এ ছাড়া, এ গ্রন্থে ৩০টির মতো 'জাল হাদীস'ও খুঁজে পাওয়া যায়।

৭. মুসনাদে আহমাদ

হাদীসের বিখ্যাত ছয়টি কিতাবের পর যে গ্রন্থটি সর্বযুগের মুসলিমদের নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও পরিচিত, সেটি হলো, 'মুসনাদে আহমাদ।' এর সংকলক হচ্ছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল আশ-শাইবানী রাহেমাহুল্লাহ। ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে তাঁর জন্ম হয় এবং ২৪১ হিজরীতে সাতাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এতে প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীস স্থান পেয়েছে। পুনরাবৃত্তি ব্যতীত যার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। 'মুসনাদ' শ্রেণির হাদীস গ্রন্থের নিয়ম অনুযায়ী ইমাম আহমাদ বর্ণনাকারী সাহাবীদের নামের ধারাবাহিকতা হিসেবে তার গ্রন্থটি বিন্যস্ত করেছেন। প্রায় নয়শত চারজন সাহাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সহীহ ও হাসান হাদীসসমূহের পাশাপাশি এতে অনেক যঈফ ও জাল হাদীস রয়েছে। যদিও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দিন সুয়ুতী প্রমুখের মতে, 'যঈফ হাদীস পাওয়া গেলেও এতে কোনো জাল হাদীস নেই।'